দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 18 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

# কারিগরি শিক্ষালাভের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা হোক

কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য যে চালিকাশক্তি অন্তর্নিহিত থাকে, তা হচ্ছে সেই দেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার উৎকর্ষতা। আর এ উৎকর্ষ যথার্থ রূপ পরিগ্রহ করে যদি তা পেশাগত ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আহরিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দেশে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে সাধারণ ও পেশাগত শিক্ষালাভের জন্য মোটামুটি ভালো পরিবেশ থাকলেও কারিগরি শিক্ষায় রয়েছে বহাল অবস্থা। অথচ কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষিতরাই দেশ-বিদেশে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। এ দেশে সরকারি-বেসরকারি মিলে দুই শতাধিক প্রতিষ্ঠানে কারিগরি শিক্ষালাভের সুযোগ আছে। যেগুলো সাধারণত পলিটেকনিক, মনোটেকনিক, ভিটিআই, টেক্সটাইল ইত্যাদি ইনস্টিটিউট বলে পরিচিত। এখানে ডিপ্লোমা কোর্স, বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেড কোর্স ও সার্টিফিকেট কোর্স চালু আছে। এছাড়া

*তাই নিতান্তই অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে বাস্তবভিত্তিক কারিগরি শিক্ষার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ওপর সরকারের নজর দেয়া আজ সময়ের দাবি। এ অবস্থায় বিরাজমান সকল সংকট ও অব্যবস্থার আশু বাস্তবমুখী সমাধান নির্ণয়পূর্বক কারিগরি শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও অর্থবহ করা হোক উর্ধ্বতন মহলের কাছে এ-ই প্রত্যাশা।*

প্রতি উপজেলার দু' একটি শীর্ষস্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ে ভোকেশনাল ইউনিট খোলা হয়েছে, যেখান থেকে বিভিন্ন ট্রেডের ওপর হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ের সার্টিফিকেট দেয়া হয়। এসব রকমারি ক্ষেত্র থেকে প্রতি বছর লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী কারিগরি শিক্ষায় দীক্ষিত হয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত থাকে। কিন্তু ওইসব প্রতিষ্ঠান থেকে তারা যে প্রশিক্ষণ পায়, তা দিয়ে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার এ যুগে দেশ-বিদেশের শিল্প ও কল-কারখানায় নিয়োগ লাভের জন্য প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করেও বাস্তব ক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য দেখাতে পারে না। কারণ প্রতিষ্ঠানগত সীমিত সুযোগ-সুবিধা পেয়ে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে পুরোনো কিংবা আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারিক ক্ষেত্র থাকে বিস্তর ব্যবধানে। ফলে সংশ্লিষ্ট কর্মস্থলে আধা দক্ষ বা দক্ষ টেকনিশিয়ান ও কারিগরের অভাব আর মেটে না। মোট কথা, কারিগরি শিক্ষালাভের জন্য দেশে যে সমস্ত ইনস্টিটিউট বিদ্যমান, সেখানে বহুবিধ সমস্যার ভারে সুপ্রশিক্ষিত জনসম্পদ উপহার দেয়া একেবারেই অসম্ভব। সর্বত্রই চলমান শিল্প-কারখানার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সচল মেশিনারিজ, প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি, অভিজ্ঞ ও প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক প্রশিক্ষকের তীব্র সংকট। প্রশিক্ষণার্থীর তুলনায় যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা, অসঙ্গতিপূর্ণ মান্ধাতা ধাঁচের কারিকুলাম, পরীক্ষা ব্যবস্থায় শিথিলতা, শিক্ষক-শিক্ষকের দলাদলি ও কোন্দল, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতি, ছাত্ররাজনীতির অস্থিরতা ইত্যাকার হাজারো অব্যবস্থায় আজ দেশের কারিগরি শিক্ষা সত্যিই ঝুঁকিপূর্ণ। জানা যায়, চলতি অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে শিক্ষার জন্য সর্বাধিক বরাদ্দ এবং অগ্রাধিকার থাকা সত্ত্বেও কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে সকল প্রকার কারিগরি ইনস্টিটিউটের শূন্য পদে প্রশিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েও অজ্ঞাত কারণে তা স্থগিত আছে। যা হোক, শিল্প-কারখানায় উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়াও ব্যক্তিকেন্দ্রিক সচ্ছলতা নিশ্চিত করতে হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জনশক্তিতে রূপদানের জন্য সুদূরপ্রসারি কারিগরি শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। তাই নিতান্তই অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে বাস্তবভিত্তিক কারিগরি শিক্ষার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ওপর সরকারের নজর দেয়া আজ সময়ের দাবি। এ অবস্থায় বিরাজমান সকল সংকট ও অব্যবস্থার আশু বাস্তবমুখী সমাধান নির্ণয়পূর্বক কারিগরি শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও অর্থবহ করা হোক উর্ধ্বতন মহলের কাছে এ-ই প্রত্যাশা।

এ কে এম মন্নান কবীর,
গ্রামঃ দক্ষিণ শিয়ালকাঠী,
ডাকঘর: ভান্ডারিয়া, জেলা: পিরোজপুর ৮৫৫০।